শ্রীরামচন্দ্র মিশন
India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

গুরুদেবের বার্তা

১৫ আগষ্ট বিশেষ সাধারণ সভার পর থেকে গুরুদেব কতক নিশ্চিন্ত হলেও যথেষ্ট সতর্ক। ১৬ আগষ্ট সকালে কটেজে সমবেত অভ্যাসীদের বলেন, তারা যেন অবশ্যই গোল্ডেন বুকে স্বাক্ষর করে এবং স্বেচ্ছাসেবীর দায়িত্বে থাকা তত্ত্বাবধায়ককে ডেকে ঐ গোল্ডেন বুক আনতে বলেন নিজে সই করার জন্য। সই করার সময় তাঁর আশেপাশে থাকা অভ্যাসীদের সঙ্গে কতক হাসি–মজাও করেন। কাজ যতই ছোট হোক না কেন তা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি নিষ্ঠা বজায় রাখার অপরিসীম গুরুত্ব তিনি নিজে হাতে করে দেখালেন।

গুরুদেবের স্বাস্থ বিশেষ ভালো নয়, তাই তিনি সাধারণ ভাবে রোজকার নিয়ম মেনে চলেছেন। প্রতিদিন ফিজিওথেরাপী নিতে হয়। এরপর কতক বিশ্রাম। দৈনন্দিন নিয়মমাফিক প্রাতঃরাশ ঠিকমত করার চেষ্টা করেন এবং সেইসঙ্গে সংবাদ পড়ে শোনানো হয়। এরপর তাঁর ই–মেল দেখেন ও কিছু কাজকর্ম করেন। সন্ধ্যাবেলা আরও একবার ফিজিওথেরাপী দেওয়া হয়, এর মাঝে কোন একসময় তিনি অল্প হাঁটেন এবং তারপর হুইলচেয়ারে বসে চারপাশের অভ্যাসীদের মধ্যে কতক ঘোরাফেরা করেন। প্রথমে কিছুদিন তিনি ওয়াকার নিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করেন তারপর ক্রমে লাঠি ভর করে কিছুদূর হাঁটেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে তাঁর শরীর ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

একদিন গুরুদেবকে হুইস্পারের বার্তা পড়ে শোনানো হচ্ছিল যাতে আমাদের মধ্যে একতা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছিল। গুরুদেবও আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে জোর দিতে বলেছেন, বিশেষ করে আমাদের সৎসঙ্গে।

২০ ও ২১ আগষ্ট গুরুদেবের স্বাস্থ পরীক্ষা ও বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় যার ফল খুবই ইতিবাচক।

একদিন বিকেলে গুরুদেবের মনে পড়ে গেলো ইউরোপে দেখা দুটো সিনেমার কথা, অনেক বছর আগে দেখেছেন। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন তিনি সহজ মার্গের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সেদিন ঐ ছবি দেখেছিলেন। সিনেমাটির নাম "মানিকা, যে মেয়েটি দুবার জন্ম নিয়েছিল।" এটা পূনর্জন্ম সংক্রান্ত ছবি। ছবিটি দেখার সময় গুরুদেব একেবারে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

২৬ আগষ্ট রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ গুরুদেব ৪৫ মিনিটের মত আশ্রম পরিক্রম করেন। তিনি বলেন, "আমার মনে হচ্ছে, আমি কারারুদ্ধ ছিলাম, আর এখন মুক্ত।" ক্যানটিন, রান্নাঘর,এবং গ্রন্থাগারের নীচের হলে রাখা ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি সব তিনি ঘুরে দেখেন। মেরামতি কাজের অগ্রগতি জানবার জন্য ধ্যান কক্ষে ভ্রা: জ্যাকির সঙ্গে আলোচনা করেন। কটেজের বারান্দায় কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে তিনি খাবার ঘরে মধ্যাহ্নভোজ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রায় চার মাস যাবৎ তিনি সেখানে খাওয়া– দাওয়া করেন নি।

একদিন ফিজিওথেরাপির শেষে গুরুদেব ডাক্তারদের সঙ্গে ভাষা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বলেন, "আমি আগেও বলেছি, পেট দিয়ে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা যায় না, বরং তার ভাষা দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করা যায়। যদি দু–চারটা শব্দও তার ভাষায় বলতে পারি তাহলে তা হৃদয় ছুঁয়ে যায়।" গুরুদেবের মুখে কয়েকটা আরবী শব্দ শুনে সকলে বিস্মিত হয়ে যায়। ফিজিওথেরাপির পর তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে যান এবং বলেন, "তোমরা কেউ যদি আমাকে এক পা হাঁটতে বলো, তাহলে আমাকে অবসর নিতে হবে!"

২৯ আগষ্ট বুধবার গুরুদেবের হৃদযন্ত্রের ২৪ ঘন্টা নিরীক্ষা চালানো হয়। বুকে মনিটর লাগিয়ে তাঁকে তাঁর নিয়মিত কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়।

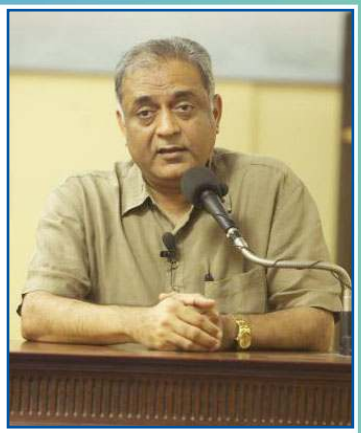

তাই তিনি সন্ধ্যায় হুইলচেয়ারে বসে কতক পরিক্রমায় বের হন। ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হওয়ায় তিনি ফিরে এসে বারান্দায় বসেন। গুরুদেব বামন অবতার এবং শুক্রাচার্য্যের কাহিনির উল্লেখ করে বলেন কি ভাবে শুক্রাচার্য্য এক ঘটনায় তার চোখ হারিয়ে ছিল। তাঁর সামনে বসে থাকা সকলকে মজার ছলে বলেন–এঁরা সকলে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ অথচ অতীতের এসব গল্প জানে না।

ড: আল্লা এবং ভ্রা: ইগোর সৎকোলের উপর এক তথ্যচিত্র তৈরী করেন, যার নাম– "দ্য গোল্ডেন সাইলেন্স অব সৎকোল।" তাঁরা গুরুদেবকে ঐ DVD অর্পন করেন এবং গুরুদেব তা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। গুরুদেব যখন মন দিয়ে তা দেখছিলেন তখন চারপাশের বাতাবরণ এমনভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, যেন মনে হচ্ছিল সবাই সৎকোলে বসে রয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, "গায়েত্রীর প্রাথমিক নির্মাণ কাজ শুরুর ৫০ বছর পূর্ণ হল। গুরুদেবের পরিকল্পনা ছিল এই বিশেষ দিনটি উদ্যাপন করার, কিন্তু তাঁর শরীর সুস্থ না থাকায় তা স্থগিত রাখতে হয়। কথপোকথনের সময় গুরুদেব বলেন, "স্ত্রীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাকে ভালোবাসার গুণে গুণান্বিত হওয়া, রান্না করতে জানা এবং শিশুদের প্রয়োজনমত যত্ন নেওয়ার ক্ষমতা থাকা। আজকাল আমরা সুন্দরী স্ত্রী চাই, আর তার দিকে কেউ তাকালে হিংসায় জ্বলে যাই।"

একজন অভ্যাসী গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করা, নিজের বিশ্রাম নেওয়ার মধ্যে আপনি কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করেন ?" উত্তরে গুরুদেব বলেন, "আমি আমার কাজ ভালোবাসি, আর যেখানে ভালোবাসা বিদ্যমান, সেখানে কোন সীমা থাকতে পারে না।" এরপর গুরুদেব কান্হা প্রকল্পের দলের সঙ্গে কথা বলেন ও অনেক প্রস্তাব দেন। আগামী ২০১৩ সালে ৩০ এপ্রিল উৎসব উদ্যাপনের জন্য কান্হাকে প্রস্তুত করতে বলেন।

কিছুদিন আগে চলতে থাকা কাজ দেখার জন্য গুরুদেব ধ্যান কক্ষে যান। মাঝপথে A ডর্মের কাছে দাঁড়িয়ে ভ্রা: রাঘবনের ভাষণ শোনেন। তিনি বিশাখাপত্তনমের অভ্যাসীদের ভাষণ দিচ্ছিলেন। গুরুদেব তাদের ১৫ মিনিট সিটিং দিয়ে কটেজে ফিরে যান।

গুরুদেব ভ্রা: মাধব রেড্ডির বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নেন যাতে কটেজে নির্মানের কাজ নির্বিঘ্নে চলতে পারে। কতক বিশ্রাম ও আরোগ্য লাভের জন্যই ভ্রা: মাধবের বাড়িতে থাকা, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচুর অভ্যাসী সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। গুরুদেব যতটা সম্ভব অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সকলের বোঝা উচিত যে দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য তাঁর অনেক বিশ্রামের প্রয়োজন।

একদিন সন্ধ্যায়, গুরুদেব তাঁর শোবার ঘর থেকে লাঠি হাতে হেঁটে আসেন যা নিঃসন্দেহে তাঁর আরোগ্যকে সুনিশ্চিত করে। বাইরে কিছুক্ষণ বসে তারপর নিজে হাতে নিজের হুইল চেয়ার চালিয়ে নিয়ে যান। তিনি খুব প্রাণবন্ত ছিলেন এবং বেদনা, ভোগ এসব বিষয়ে অনেক কথা বলেন। তিনি বলেন, একজনের উচিত ব্যথা, বেদনাকে হাসিমুখে বরণ করা যাতে তা আমাদের প্রগতিতে সহায়তা করে। গুরুদেব বলেন, তিনি লাঠি নিয়ে হাঁটছেন কারণ যাতে পরবর্তী বাধা অনায়াসে অতিক্রম করতে পারেন।

২২ সেপ্টেম্বর গুরুদেব দাঁতের ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা শেষ করে সকাল ১১.৩০ নাগাদ ডর্ম A তে যান। অন্ধ্র প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী

অঞ্চল থেকে আসা অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং ছোট ভাষণ দেন।

তিনি বলেন, সময় নষ্ট না করতে, এরপর একটা ছোট্ট সিটিং দেন। গুরুদেব তাঁর ভাষণে আরও বলেন যে, "হাতে যে সময় রয়েছে তাকে যথার্থ ভাবে কাজে লাগিয়ে প্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য দৃষ্টি দিতে।" তিনি সকলকে মনে করিয়ে দেন যে, "সময় একবার নষ্ট হলে তা ফিরিয়ে আনা যায় না।"

মাঝে মাঝে গুরুদেব কক্ষ পর্যন্ত লাঠি–ভর করে হেঁটে আসেন এবং অভ্যাসীরা তাঁর চারপাশে বসেন। একদিন অনেক অভ্যাসী তাঁর পাশে বসেছিলেন। গুরুদেবকে খুব ক্লান্ত ও দুর্বল লাগছিল কিন্তু তিনি কিছু না বলেই সিটিং দিতে শুরু করলেন। ১৫ মিনিট পর হঠাৎ বললেন, "দ্যাটস্ অল"। তুর্কি থেকে আসা এক দম্পতি যুগল তাঁকে তুর্কিতে মিশনের অগ্রগতির খবর দিচ্ছিলেন এবং তিনি তা শুনে যারপরনাই উৎফুল্ল হন।

একদিন রবিবার সকালে, ভ্রাঃ মাধবের বাড়িতে গুরুদেব সিটিং দিচ্ছিলেন আর ঐ একই সময়ে আশ্রমেও সৎসঙ্গ চলছিল। পরে ভ্রাঃ কমলেশ গুরুদেবকে বললেন যে ঠিক মাঝামাঝি সময়ে মনে হল ধ্যানের গভীরতা এক অন্যরকম মাত্রা পেয়েছে। উত্তরে গুরুদেব বলেন, হ্যাঁ, সেইসময় সকলকে সৎসঙ্গের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল আর তাই এ হেন অনুভূতির কারণ।

২৮ সেপ্টেম্বর কমলেশ ভাইয়ের জন্মদিন। গুরুদেব প্রসাদ অর্পন করে সকলকে বিতরণ করেন। সন্ধ্যাবেলা, কোলকাতার অভ্যাসীরা ভ্রাঃ মাধবের বাড়িতে সমবেত হলে গুরুদেব কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে বসেন। উপস্থিত অভ্যাসীরা সকলে গুরুদেবের উপস্থিতিতে এক পরিপূর্ণতার আস্বাদ উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

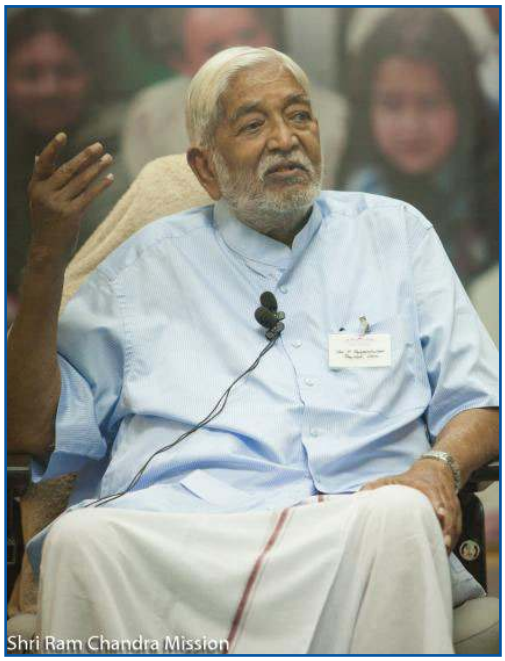

চৈনিক আলোচনা চক্র শুরু হওয়ার আগে সংগঠকরা গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সপ্তাহব্যাপী কার্যসূচীর বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রায় ৭০ জন অভ্যাসী চিন ও ফার ইষ্ট থেকে এই আলোচনা চক্রে যোগ দেন। ২ অক্টোবর গুরুদেব ডর্ম–A তে চৈনিক আলোচনা চক্রে উপস্থিত হয়ে সিটিং দেন ও বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, ছেলেবেলা থেকেই চিনা সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাই তাও–লি–চিং এবং কনফুসিয়াসের দর্শনের কিছু বই যোগাড় করেছিলাম। তিনি আবার চিনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, " আমি তোমাদের দেশে একবার গিয়েছিলাম আর একটা কি দুটো জায়গায় গিয়েছিলাম। আমার গুরুদেব অনুমতি দিলে আবার যাবো, তবে কি জানো তো, দুরত্ব অনেক। হতে পারে কিছুদিনের জন্য আমি কোলকাতা বিশ্রাম নিয়ে তারপর কানমিং যাবো।" চিনা ও ভারতীয়রা তাদের অতীত সংস্কৃতি, দর্শন ও ইতিহাসের আদান প্রদানের কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, "তোমরা বারবার এখানে আসবে এই বৃদ্ধ মানুষটির সঙ্গে দেখা করার জন্য, যে চিনা ভাষা জানেনা কিন্তু গুরুদেবকে অশেষ ধন্যবাদ কারণ তাঁর কৃপায় আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছি, কথা বলতে পারছি সেইসঙ্গে আগামী ২০১৩–র অক্টোবরে আবার এহেন আলোচনা চক্রে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা, রাশিয়া থেকে আসা কয়েকজন ভগিনী গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে তারা দেশে ফিরে যাচ্ছেন এবং সেখানকার সকলের জন্য গুরুদেবের সন্দেশ বয়ে নিয়ে যেতে চান। গুরুদেব বলেন, "দেখো, বিশ্বকে পরিবর্তন করা আমাদের কাজ নয়। এ হল মহাজাগতিক কাজ। কিন্তু, এই যোজনায় আমরা একজন, একজন করে যুক্ত হতে পারি ; নির্মল হৃদয়, প্রেমসিক্ত হৃদয়, ধীরে ধীরে পরিবর্তন এনে দেবে। যদি পুকুরের জলে তুমি একটা পাথর ছুঁড়ে ফেলো তাহলে জলে অনেক তরঙ্গ সৃষ্টি হবে, এ ব্যাপারটাও ঠিক তেমনই। আমাদের কাজ ছোট কি বড় তা ভাবার দরকার নেই। আমাদের উচিত, শুধু কাজ করে যাওয়া। আমি বাবুজীকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম, বাবুজী, আমরা যে সব কাজ করছি তার কোনও ফল পাওয়া যাবে কি ? উত্তরে বাবুজী বলতেন, এই ধরনের প্রশ্ন কখনো কোরো না, শুধু কাজ করো আর বিশ্বাস রাখো যে একদিন না একদিন ফল পাবোই।"

মানাপাক্কামে অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্র

৪ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

এলাহাবাদ কেন্দ্রের ৬৩০ জন অভ্যাসী আলোচনা চক্রে যোগ দেন। নিয়মিত সৎসঙ্গ, সভা ও নানান কার্য্যক্রম থাকা সত্ত্বেও তারা একাধিকবার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। সব অভ্যাসীরা কটেজের কাছে জড়ো হন এবং পুরোপুরি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। সন্ধ্যাবেলা গুরুদেব হুইল চেয়ারে বসে বাইরে আসেন এবং সমস্ত অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন। পূর্ন নীরবতা বজায় ছিল। গুরুদেব ১০–১৫ মিনিট অভ্যাসীদের সঙ্গে বসেন।

১১ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

বিশাখাপত্তনম ও দাচেপল্লী কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫৩০ জন অভ্যাসী এই সপ্তাহের আলোচনা চক্রে যোগ দেন। গুরুদেব ডর্ম–A পরিদর্শনে আসেন এবং এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

১৮ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২

অন্ধ্রপ্রদেশের সামুদ্রিক উপকুল অর্থাৎ পূর্ব গোদাবরী, পশ্চিম গোদাবরী এবং কাঁকীনাড়া কেন্দ্র থেকে প্রায় ৪৩০ জন অভ্যাসী এই সপ্তাহের আলোচনা চক্রে যোগ দেন। ২২ আগষ্ট গুরুদেব সব অভ্যাসীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং তাদেরকে সিটিং দেন। এছাড়া তিনি ভাষণও দেন। নিয়মিত সৎসঙ্গ ছাড়াও সেখানে নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। অভ্যাসীরা প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ নেন।

২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২

কোলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং পাশ্ববর্তী সিকিম ও ত্রিপুরার অভ্যাসীরা এই সপ্তাহের সমাবেশে যোগদান করেন। অন্যান্য সব আলোচনা চক্রের মত এবারও কমলেশভাই যথেষ্ট সক্রিয় অংশ নেন। তিনি অনেক বক্তৃতা দেন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি বলেন, গুরুদেবকে ব্যাঘাত না দিতে, বিশেষ করে তাঁর শারীরিক সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা না করে, বরং তাঁর আত্মিক উপস্থিতির উপর দৃষ্টি রাখা এবং তিনি আমাদের জন্য কি করছেন সে বিষয়ে সচেতন থাকা। যদিও গুরুদেবের পরিকল্পনা ছিল অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার' কিন্তু আশ্রমের রাস্তার মেরামতির কাজ চলতে থাকায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি তাই তিনি ভ্রাঃ মাধবের বাড়িতে সকলের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে একদিন কোলকাতার সব অভ্যাসীরা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে যান। অন্য আর একদিন সিকিমের অভ্যাসীরা দেখা করেন। গুরুদেব শুধু যে আধ্যাত্মিক কাজই করেছেন তা নয়, বরং সকলের সঙ্গে দেখা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। প্রায় ৪৫০ জন অভ্যাসীর প্রাণবন্ত উপস্থিতি আশ্রমের বাতাবরণ যেন আরও সজীব হয়ে উঠেছিল এবং উপস্থিত সকলেই প্রায় সতেজতায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

২ থেকে ৭ অক্টোবর ২০১২

চিন ও ফার ইষ্ট থেকে প্রায় ৭০ জন অভ্যাসী এই আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন। গুরুদেব সবরকম কার্যক্রমের নিয়মিত খবরাখবর রাখছিলেন এবং প্রয়োজন মত উপযুক্ত নির্দেশও দেন।

৯ থেকে ১৪ অক্টোবর ২০১২

চেন্নাই এর বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে প্রায় ৫৩০ অভ্যাসী তাঁর ঐশী উপস্থিতিতে আশীর্বাদ ধন্য হয়েছিলেন।

প্রত্যেকদিন তিনটি গভীর সৎসঙ্গ সকলের হৃদয় ভরিয়ে দিয়েছিল। অচঞ্চল পরিবেশ, স্বেচ্ছাসেবকদের বিশ্বস্ত পরিশেবা, জ্ঞানসমৃদ্ধ বক্তৃতা ও আশ্রমের শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ ছিল লক্ষ্যণীয়। সকলে আরও বেশী বেশী এটা উপভোগ করতে চাইছিল।

গুরুদেব সভাকক্ষে এলেন এবং বক্তব্য রাখলেন। অভ্যাসীরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আরও একটা বিস্ময় যখন গুরুদেব ভ্রাঃ কমলেশের সাথে তাঁর অফিসে সময় কাটালেন। সর্বত্র এক প্রেমসিক্ত বাতাবরণ ছিল।

একটা সপ্তাহ খুবই অল্প কিন্তু আমরা যা গুরুদেবের থেকে পেলাম তা বহুদিন হৃদয়ে সঞ্চিত থাকবে। আমাদের গুরুদেবের দেওয়া মানসিক অবস্থা ধরে রাখা আমাদের কর্তব্য। এইধরণের উন্নতিসাধক ও সৃজনকারী আশ্রম পরিদর্শন সকলে যারপরনাই উপভোগ করেছিল।

ই–ফেসিলিটেটর হেল্প ডেস্ক, লখ্নৌ

ইন্টারনেট ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয় এমন অভ্যাসীদের সুবিধার্থে লখ্নৌ আশ্রমে এক ই–ফেসিলিটেটর হেল্প ডেস্ক–এর আয়োজন করা হয়। এখানে অভ্যাসীদের এ–মেল করা, মিশন ওয়েব্সাইট দেখা, 'ডেইলি রিফ্লেক্সন্', 'হুইস্পার ফ্রম্ দ্য ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড্' ও 'সহজ সন্দেশ'এর এর সদস্য হওয়া, অন্ লাইনে আবেদন পত্র পূরণ করা ইত্যাদি শেখানো হয়। এর ফলে অভ্যাসীরা গুরুদেবের এখনকার বক্তব্য ও অন্যান্য বিষয় যেগুলো ই–মেলে পাঠানো হয়, তা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবেন।

ম্যাঙ্গালোর আশ্রমের জন্য জমি

ম্যাঙ্গালোর থেকে ১৮ কিমি দূরে ম্যাঙ্গালোর–ব্যাঙ্গালোর জাতীয় সড়কের উপর বন্তওয়াল তালুকে ১২ একর জমি ক্রয় করার পর ম্যাঙ্গালোরের অভ্যাসীদের ধ্যানোপযোগী স্থায়ী জায়গা অন্বেষণের সমাপ্তি ঘটে। এই জমি জাতীয় সড়ক থেকে ৫ কিমি দূরে, কানাড়া ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উল্টোদিকে। ৪ একর জায়গা আশ্রমের জন্য আর বাকী ৮ একর জায়গা আবাসনের জন্য অভ্যাসীদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

কন্স্ট্রাক্সনের কাজ শুরু হওয়ার আগেই ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ এখানে সৎসঙ্গ পরিচালনা করা হয়। গুরুদেব তাঁর আশীর্বাদ বার্তা প্রেরণ করেন ও ভ্রাঃ কমলেশ বলেন অভ্যাসীদের আগের দিনেও ধ্যান করা উচিত স্বচ্ছ মানসিকতার জন্য। ম্যাঙ্গালোর, পুট্টুর ও মাইশোর থেকে ৫০ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গে অংশগ্রহন করেছিলেন। গুরুদেবের আশীর্বাদে সমস্ত বাতাবরণ সম্পৃক্ত ছিল। ভ্রাঃ প্রসাদ কৃষ্ণ 'দ্য প্রিন্সিপল্ অব্ সহজমার্গ, খণ্ড –১৫' এ প্রকাশিত গুরুদেবের বার্তা পড়ে শোনান। পরে তিনি বক্তব্য রাখেন ও ভ্রাঃ সুব্রয়ের কাজের প্রসংশা করেন। ভ্রাঃ রাধাকৃষ্ণ, ভ্রাঃ আন্নাজী রাও ও ভঃ নলিনী তাদের বক্তব্য রাখেন। ভঃ বনযক্ষী স্বর্গীয় ভ্রাঃ সারনাডের লেখা ভজন পরিবেশন করেন। সৎসঙ্গের পরেই রাস্তার কাজ ও লে–আউটের কাজ শুরু হয়ে যায়। সৎসঙ্গ পরিচালনার জন্য শীঘ্রই এক সাময়িক ধ্যানকক্ষ তৈরী করা হবে।

যুব কার্যক্রম

যুব কার্যক্রম, কোলকাতা

১৪ ও ১৫ অক্টোবর প্রায় ২৫ জন অভ্যাসী কোলকাতা বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে সমবেত হয়েছিলেন। সৎসঙ্গ ও প্রাতরাশের পর ভঃ লীনা দাভের তত্ত্বাবধানে 'সাধনায় প্রাথমিক জ্ঞান' পর্যায়ে 'প্রার্থনা'র উপর আলোচনা হয়। প্রত্যেক অভ্যাসী মন্তব্য করেন তারা 'প্রার্থনা'র গভীর অর্থ বুঝতে পেরেছেন। সন্ধ্যায় 'সেবা'র উপর গুরুদেবের ভাষণ শোনানো হয়।

১৫ অক্টোবর ছটি প্রশ্ন নিয়ে এক অন্তর্দর্শন পর্যায়ে একজন অভ্যাসীর জীবনে তিন 'M'এর গুরুত্বের উপর আলোচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে অভ্যাসীরা নিজেদের জানার সুযোগ পায় আর পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সন্ধ্যায় খড়্গপুর CREST এর উপর এক ভিডিও শো দেখানো হয় ও অভ্যাসীদের আগামী ইয়ুথ সেমিনারে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হয়। এরপর 'সেবা'র উপর গুরুদেবের এক ভাষণ শোনানো হয়।

দুদিনের এই অবস্থানে, যুবকরা খুবই উৎসাহিত বোধ করে ও রোজ নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মানুগ তাদের সাধনা সম্পন্ন করে। বিকেল চারটের সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। তরুণ অভ্যাসীরা দুদিনের জন্য আশ্রমে ছিলেন। রান্নাঘরের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ ও আশ্রম–প্রবন্ধক তরুণ অভ্যাসীদের সঙ্গে যোগদান করেন ও তাদের মধ্যে এক বিশেষ বন্ধন তৈরী হয়।

আহ্মেদনগর কেন্দ্র, মহারাষ্ট্র

২৬ আগস্ট ২০১২ এক যুব কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ থেকে ৩৫ বছরের আটজন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। কেন্দ্রের উন্নতিসাধনে তরুণ অভ্যাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহনে অনুপ্রাণিত করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠান শুরু হয় ভজন দিয়ে, এরপর সংস্কারের উপর আধারিত এক ছোট নাটিকা প্রদর্শিত হয়। 'কেমনভাবে সহজমার্গ নতুন অভ্যাসীদের কাছে বর্ণনা করা যায়', 'ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সন্তুলন' এইসব বিষয়ের উপর বক্তব্য ও আলোচনা করা হয়। পরিশেষে 'ইউরোপীয়ান ইয়ুথ্ সেমিনার' এর উপর এক ভিডিও ক্লীপ দেখানো হয়। সমস্ত অভ্যাসী সোৎসাহে ও সক্রিয়ভাবে এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল প্রশ্নোত্তরমূলক ও কার্যোপযোগী।

বিশ্ব যুব চক্র (দ্য গ্লোবাল ইয়ুথ্ নেটওয়ার্ক)

সহজমার্গের যুবকদের বিশ্বব্যাপী এক গোষ্ঠী তৈরী করার এ ছিল এক সূচনা। স্বভাবতই ইন্টারনেট ছিল এর সূচনাকেন্দ্র আর উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়ায় ওয়েব্–সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয় যাতে সহজেই অভ্যাসীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সমবেত হয়ে যোগাযোগ করতে ও অংশগ্রহন করতে পারে। এই চক্র সহজমার্গের প্রচেষ্টাকে উন্নততর করতে পারবে ও দ্রুত বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীদের বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারবে।

তরুণ অভ্যাসী হয় একাকী অথবা সদ্য বিবাহিত। অনেকেই পাড়াশোনায় ব্যস্ত অথবা সবে জীবনের অগ্রগতি শুরু করেছে। জীবন চলমান ও ব্যস্ত, চারপাশে বিশ্বগ্রাসী প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্খা, এটা এমন একটা সময় হয়তো যখন সাধনার চূড়ান্ত প্রয়োজন, তবুও কখনও কখনও এটাই চূড়ান্ত অবহেলিত।

২৯ জুন প্রথম যুব ওয়েব্–সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ বিল ওয়েকট্ যুবকদের উৎসাহিত করলেন সহজমার্গে যোগদানের জন্য এবং ভ্রাঃ সন্তোষ খানজি সাধনায় নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দিলেন। উৎসাহব্যঞ্জক ও সুন্দর উপস্থাপনা স্থান ও কালের সীমানা ছাড়িয়ে এক প্রেমের বাতাবরণ তৈরী করেছিল। বিশ্ব যুব চক্রে সংবাদ আদান প্রদান ও আমন্ত্রণের জন্য এখানে রেজিস্ট্রি করতে হবে:

Https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE8wRmdCR2txVkNlcXAtTmNCX2d3UHc6MA#gid=0

সহজ পিক্নিক্, ভিলওয়াড়া, রাজস্থান

২৯ সেপ্টেম্বর ২২ জন তরুণ ও অভ্যাসীদের ছেলেমেয়েরা 'হরিণী মহাদেব' নামে এক পিক্নিক্ স্পটে সমবেত হয়েছিল। নির্বাচিত টপিক ছিল 'হার্ট অব্ দ্য লায়ন' যেখানে নেতৃত্ব ও ভয়শূন্যতার উপর আলোচনা হয়েছিল। এক প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করা হয়েছিল যেখানে টপিক অনুসারে অভ্যাসীদের উত্তরগুলো গুরুদেবের কাহিনীর সাথে মিল করানো হয়েছিল। একটা খেলায় তিনটি দলকে নিজেদের মধ্যে কথা না বলে ভাব বিনিময় করতে বলা হয়েছিল। এই খেলা ছিল বেশ কৌতূকপ্রদ ও চিন্তাপ্রসূত। সমস্ত অভ্যাসী এই পিক্নিকের প্রসংশা করেছিল।

NSS শিবির – তিরুপ্পুর ডায়মণ্ড জুবিলি পার্ক

২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর শ্রীরামচন্দ্র মিশন নান্‌জাপ্পা করপোরেশন হাই স্কুল ও KSC গভর্মেন্ট হাই স্কুলের সাথে একযোগে তিরুপ্পুরের ডি.জে পার্কে এক এন.এস.এস শিবিরের আয়োজন করে। ৬০ জন ছাত্র এতে অংশগ্রহন করে।

২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় উভয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সমাজসেবা সংস্থা থেকে আগত অতিথিবৃন্দ ও অভ্যাসীরা এক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করেন যেখানে সড়ক নিরাপত্তা, প্লাস্টিক পরিহার, ডেঙ্গু জ্বর, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয় । সন্ধ্যার কার্যক্রমে কুইজ্, 'বিবেকানন্তর ও অধ্যাত্মিকতা'এর উপর এক ভাষণ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের উপর এক ছোট চলচিত্র প্রদর্শিত হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর পঞ্চায়েত সভাপতি, পালানিসামি সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং দক্ষিণ তিরুপ্পুরের ডি.এস.পি, রাজারাম ছাত্রদের সংশাপত্র বিতরণ করেন। উভয় স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকেরা সাতদিন ডি.জে পার্কেই অবস্থান করেন ফলে সমস্ত অতিথিদের আমাদের গুরুদেবকে ও সহজমার্গ সাধনা সম্বন্ধে জানার সুন্দর সুযোগ হয়েছিল।

মাদুরাই আশ্রমে আধ্যাত্মিক সমাবেশ

২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর মাদুরাই আশ্রমে এক আধ্যাত্মিক সমাবেশ আয়োজনের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক কো–অর্ডিনেটর ভ্রাঃ এন. প্রকাশ ও ZiC ভ্রাঃ টি. ভি. বিশ্বনাথ রাও মাদুরাই আশ্রম পরিদর্শন করেন। মাদুরাই ও নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে প্রায় ৬২৫ জন অভ্যাসী এই সমাবেশে সমবেত হয়েছিলেন।

২৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫.১৫ মিনিটে সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। নৈশভোজ ও সার্বজনীন প্রার্থনার পর ৯.১৫ মিনিটে আরও একবার সৎসঙ্গ পরিচালনা করা হয়। ভ্রাঃ প্রকাশ বর্ণনা করেন যে এই অনুষ্ঠান এক গভীর আধ্যাত্মিক সমাবেশ। তিনি বলেন সৎসঙ্গের মধ্যবর্তী সময়ে অভ্যাসীদের উচিত যতবার সম্ভব ধ্যান করা, গুরুদেবের বই পড়া ও নীরবতা পালন করা। গুরুদেবের কৃপা ও প্রাণাহুতি হৃদয়ঙ্গম করা, আপন হৃদয়ে অবগাহন করে অন্তর্দর্শন করা ও সেখানে গুরুদেবের উপস্থিতি অনুভব করা।

অভ্যাসীদের আরও বলা হয় তাদের অন্তর্বস্থা ও পরিবর্তন নিয়মিত ডাইরীতে লিখে রাখতে। ডাইরী লেখার গুরুত্ব এবং ধ্যানের আগে ও পরে আত্মসমীক্ষার বর্ণন প্রসঙ্গে ছোট পুস্তিকা সমস্ত অভ্যাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর চারটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করা হয় এবং ভ্রাঃ প্রকাশ প্রত্যেক সৎসঙ্গের পরে 'হুইস্পার ফ্রম্ দ্য ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড্' থেকে বার্তা পড়ে শোনান। ৩০ সেপ্টেম্বর ভ্রাঃ প্রকাশ সকাল ৭.৩০ টায় ও ১১.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গের পরে ভ্রাঃ রাও বলেন এই সমাবেশ অভ্যাসীদের নিজেদের উপর কাজ করতে সহায়তা করবে । ভ্রাঃ প্রকাশ বলেন যে, আমাদের গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী সমাজে অভ্যাসীদের প্রেম, প্রীতি ও শান্তির বাহক হতে হবে।

দক্ষিণ তামিলনাড়ু অঞ্চলে ZiC র পরিভ্রমণ

২২ থেকে ২৬ আগস্ট ZiC, TN (S) ভ্রাঃ টি. ভি. বিশ্বনাথ রাও তিরুনেলভেলি ও তুতিকোরিনের দক্ষিণের জেলাগুলি পরিদর্শন করেন । তিনি চিন্নাবালিকুলাম, শিবকাশী, কোভিলপাট্টি, তুতিকোরিন, তিরুনেলভেলি, চেরানমহাদেবী, ভালিউর, কালাক্কাদ, কোট্টাইকারুনগুলাম ও বাড়াকাঙ্গুলাম কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। সাথুর ও আলামারাথুপট্টিতে জনাকয় অভ্যাসীর উপস্থিতিতে নতুন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। ভ্রাঃ রাও থুথুকুডির NTPC ও হোলি ক্রশ হোম সাইন্স্ কলেজে মুক্ত আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখেন । সামুগারেনগাপুরম ও মুক্কোদালেও মুক্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় । এই পরিভ্রমনে বিভিন্ন জায়গায় নতুন অভ্যাসীদের প্রাথমিক সিটিং দেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে তামিলনাড়ুর এই অঞ্চলে মিশনের ক্রিয়াকর্মে নতুন সাড়া জাগলো।

ট্রেনিং প্রোগ্রাম

প্রকাশনা কর্মশালা, ম্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

ম্যাঙ্গালোর কেন্দ্রে ৫৮ জন অভ্যাসী নিয়ে 'অভিজ্ঞতা বিনিময়' ও 'মিশনের বই পড়ার আনন্দ' এই বিষয়ের উপর এক পূর্ণ দিবস কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় বই পড়ার গুরুত্ব, কেন আমরা পড়ব, এর আধ্যাত্মিক উপকারিতা, কোন মানসিকতা নিয়ে আমরা পড়ব এবং আমাদের আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছতে বই পড়ায় পথনির্দেশ – এই সব বিষয়ে অলোচনা হয়। এই কর্মশালা চলাকালীন গুরুদেবের ভাষণ থেকে জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন অডিও এবং ভিডিও ক্লীপ চালানো হয়। সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রশিক্ষক সমাবেশ, কেরালা

২৩ সেপ্টেম্বর উত্তর মালাবার কেন্দ্রগুলি থেকে প্রশিক্ষকরা থালাসেরিতে সমবেত হন। পূর্ণ দিবস অনুষ্ঠানে কেন্দ্র ও তার বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের উন্নয়নের ব্যাপারে আলোচনা হয়। এটা স্থির করা হয় যে, পূর্ণ দিবস অনুষ্ঠানে নির্বাচিত টপিক থেকে সরে আসা উচিত নয় এবং প্রত্যেক অভ্যাসীকেই তার মতপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। বিভিন্ন উদাহরণ যথাসম্ভব সহজমার্গের সাহিত্য থেকেই তুলে ধরা উচিত। ২৩ অক্টোবর 'হুইস্পার ফ্রম্ দ্য রাইটার ওয়ার্ল্ড্' এর বার্তার উপর এক পূর্ণ দিবস অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

প্রকাশনা ক্রিয়াকর্মের উন্নতিসাধন, মাইশোর

১৫টি কেন্দ্রের ৪৩ জন অভ্যাসীকে নিয়ে ১ ও ২ সেপ্টেম্বর মাইশোরে জেলা স্তরে প্রকাশনা স্বেচ্ছাসেবীদের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সাধনা কার্যকরী স্বেচ্ছাসেবার মূল ভিত্তি – এর উপর আলোচনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রকাশনা কর্মের বিভিন্ন দিক যেমন স্বেচ্ছাসেবক, বিষয়, সুসংহত বন্দোবস্ত, বিক্রয় ও বিতরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের মিশনের সাহিত্য পাঠ করার উপর জোর দেওয়া হয়। জেলা ভিত্তিক পরিকল্পনা ও নির্দেশ আলোচিত হয় এবং জেলা কো–অর্ডিনেটররা সেগুলো সকলের উপকারার্থে উপস্থাপিত করেন।

অবলোকন _ ব্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর বনশংকরী আশ্রমে কানাড়া ভাষায় এক উন্নত ট্রেনিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয় যেখানে ১৭৫ জন অভ্যাসী অংশগ্রহন করেন। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল অভ্যাসীদের অন্তর্দর্শন ও সহজমার্গের সুক্ষাতিসূক্ষ্ম ও গভীরতর ধারণা সমৃদ্ধে সম্যক জ্ঞান। সহজমার্গ দর্শন, সাধনার সূক্ষ্ম ধারণা, সহজমার্গ জীবনের এক পথ, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে গুরুদেবের ভূমিকা ও তাঁর সাথে আমাদের আত্মীয়তা, আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে প্রেমের বিভিন্ন স্তর, আধ্যাত্মিক উন্নতি, পরিবর্তন ও অন্তর্দর্শন– এইসব ছিল আলোচনার বিষয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অভ্যাসীদের দিয়ে গুরুদেবের বিভিন্ন উক্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে অভ্যাসীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করতে পারে।

কানাড়া অনুবাদ শিক্ষণ কার্যক্রম

কানাড়া শিক্ষণ কার্যক্রম দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রথম কার্যক্রম হয়েছিল ১৭ জুন এবং দ্বিতীয় কার্যক্রম হয়েছিল ৫ আগস্ট। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল আগ্রহী অভ্যাসীদের গুরুদেবের ভাষণ, বই, ভিডিও সাব–টাইটেল্ ইত্যাদি ইংরাজী থেকে কানাড়া ভাষায় অনুবাদ করার জন্য ট্রেনিং দেওয়া যাতে অনুবাদকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নত মানের অনুবাদ সম্ভব হয়। এই কার্যক্রম ভ্রাঃ রাম শাস্ত্রী ও ভ্রাঃ সুরামনিয়া বি.জি. ১৭ জন অভ্যাসী নিয়ে পরিচালনা করেছিলেন।

প্রথম পর্বে অভ্যাসীদের গুরুদেবের সাহিত্য থেকে কতকগুলি ইংরাজী অনুচ্ছেদ অনুবাদ করে জমা করতে বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এলোমেলোভাবে নির্বাচন করা অনুবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। অনুবাদের ভালো ও মন্দ দিক নিয়েও আলোচনা করা হয়। ভালো অনুবাদের জন্য ও পাক্ষিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার জন্য কিছু সহজ উপায়ও বলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান ছিল বিষয়মুখী ও অভ্যাসীদের কাছে বেশ উপকারী মনে হয়েছিল।

পথনির্দেশ

আমেদাবাদ, গুজরাট

CiC ভ্রাঃ জিগ্নেশ শেলট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আমেদাবাদ আশ্রমে আমন্ত্রণ করেছিলেন 'জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝতে পারা' এই বিষয়ের উপর এক কর্মশালায় অংশগ্রহন করার জন্য। ৭ আগস্ট ২০১২ আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৬৭ জন ছাত্রছাত্রী এই কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন। অনুষ্ঠান শুরু হয় এক উপস্থাপনা দিয়ে, তারপর ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয়ভাবে পাঁচটি বিষয়ের উপর দলগত আলোচনায় অংশগ্রহন করতে বলা হয়। কর্মশালার সারাংশে সহজমার্গে ধ্যানের পদ্ধতি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয় এবং অনেকে এই পদ্ধতিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রিয় গুরুদেবের করুণা কর্মশালা চলাকালীন সবসময়ই অনুভূত হয়।

ত্রিবান্দ্রাম, কেরালা

Infosys, Ernst & Young এই দুই কোম্পানীর HR দলের আমন্ত্রণে তিনটি মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ৯ ও ১৩ আগস্ট Infosys এর টেক্নো পার্ক ক্যাম্পাসে এবং ৬ সেপ্টেম্বর Ernst & Young এ এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। উভয় কোম্পানীই তাদের কর্মচারীদের কাছে এক সপ্তাহ আগেই ই–মেইলে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিল। কেমনভাবে ধ্যান কর্মজীবনে সমতা, অন্তরের শান্তি ও সামঞ্জস্য আনতে পারে, কেমনভাবে ধ্যান একজনের জীবনে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে– এই বিষয় দিয়ে আলোচনা চক্র শুরু হয়। পরে বিস্তারিতভাবে ধ্যানের উদ্দেশ্য, হৃদয়ের উপর ধ্যান, একজন নির্দেশকের প্রয়োজনীয়তা ও SRCM এর ক্রিয়াকর্মের উপর আলোচনা হয়। অংশগ্রহনকারীরা উৎসাহসহকারে ও সক্রিয়ভাবে এই প্রোগ্রামে অংশ নেন ও তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এই আলোচনায় দেওয়া হয়।

লামডিং, আসাম

আসামের গৌহাটির নিকটবর্তী লামডিং নামে এক ছোট্ট জায়গায় ১ সেপ্টেম্বর এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ভ্রাঃ অভিজিৎ দের জন্য এই মুক্ত আলোচনা চক্র সম্ভব হয়েছিল যেখানে সহজমার্গের কোন ইতিহাস নেই। ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ইচ্ছুক ও উৎসাহী প্রায় ৩৪ জন এই অনুষ্ঠানে

যোগদান করেন এবং প্রশিক্ষক ভ্রাঃ অশোক সেনগুপ্ত তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। ভ্রাঃ সেনগুপ্ত 'মানব জীবনে ধ্যানের ভূমিকা' এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। যেহেতু বেশীরভাগ অংশগ্রহনকারী ছিলেন বাঙ্গালী, এই অনুষ্ঠান বাংলায় পরিচালনা করা হয়। ZiC ভ্রাঃ ধানী চাঁদ ও ভ্রাঃ রাজু শর্মাও এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। ১৪ জন ইচ্ছুক ব্যক্তি সহজমার্গে যোগদান করেন এবং আরও পাঁচজন পরবর্তী সপ্তাহে যোগদানে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন।

প্রদ্দাতুর, অন্ধ্রপ্রদেশ

রয়ালসীমা থার্মাল পাওয়ার প্লান্টের (RTPP) ইঞ্জিনীয়রস্ অ্যাসোসিয়েসন্ এর আমন্ত্রণে ১৫০ জন ইঞ্জিনীয়রদের নিয়ে কাডাপা জেলার প্রদ্দাতুরে ১ সেপ্টেম্বর এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ভ্রাঃ টি. বিক্ষম সহজমার্গ পদ্ধতিতে ধ্যান, ধ্যানের গুরুত্ব ও আমাদের পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সমূহ নিয়ে তাঁর বক্তব্যে আলোকপাত করেন। অংশগ্রহনকারীরা সত্যিই অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ৩৫ জন সাধনা শুরু করেছিল।

একই দিনে নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে সমস্ত অভ্যাসী মিলে এক মিলনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও প্রদ্দাতুর একটা ছোট্ট কেন্দ্র, ZiC ভ্রাঃ গঙ্গাধর ও ভ্রাঃ বিক্ষমের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৩০০ অভ্যাসী সমবেত হয়েছিলেন।

শ্রীনগর, জম্মু ও কাশ্মীর

১ সেপ্টেম্বর শ্রীনগরের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পোলিশ ফোর্স ক্যাম্পাসে CRPF অফিসারদের সহধর্মিণীদের জন্য এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। DIG ভ্রাঃ সন্দীপ দত্তের পত্নী ভঃ রজনী দত্ত ২০ জন অংশগ্রনকারীদের নিয়ে তাদের দেহ ও মনের সমন্বয়ের উপর আলোচনা করেন। ভঃ চন্দ্র কান্তা ও ভঃ রজনী 'সুখী পরিবার' ও 'নারী কী জিম্মেদারী' এই বিষয়ের উপর উপস্থাপনা করেন।

এই আলোচনা চক্রে উপস্থাপনা করা হয়, মানব হৃদয়ের সমস্ত প্রাথমিক

ভয় ও দুর্ভাবনাকে সরিয়ে দিয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছতে হবে যেখানে মানব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকবে সমুদ্র তলের গভীর প্রশান্তি। অনেকেই সহজমার্গ সাধনা শুরু করতে উৎসাহী হয়। তারা সকলে উপলব্ধি করে যে, তাদের বাইরের ব্যবহার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ এবং সন্তানেরা এই ব্যবহারকেই তদের রোল মডেল বলে মনে করে।

২ অক্টোবর ২০১২ শ্রীনগরের ৮২ ব্যাটেলিয়ানের CRPF অফিসার ও জওয়ানদের জন্য একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ম্যাঙ্গালোর, কর্ণাটক

১৪ সেপ্টেম্বর শ্রীনিবাস ইন্স্টিটিউট্ ফর্ ম্যানেজমেন্ট্ স্টাডিজ্ এর MBA এর প্রথম ও অন্তিম বর্ষের ছাত্রদের, B.Ed. এর প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ও স্টাফ্দের নিয়ে প্রায় ২০০ জনের জন্য এক মুক্ত আলোচনা চক্রের অয়োজন করা হয়। ভ্রাঃ প্রসাদ কৃষ্ণ সহজমার্গের উপর বক্তব্য রাখেন। কলেজের অধ্যক্ষ, সহ–অধ্যক্ষ ও অন্যান্য অংশগ্রহনকারীদের থেকে সহজমার্গে ধ্যানের পদ্ধতি সম্বন্ধে বেশ কিছু কৌতূহলী প্রশ্ন উঠে আসে। অনেক ছাত্রই সহজমার্গের ছোট পুস্তিকা সংগ্রহ করে ও তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এই পদ্ধতি শুরু করতে গভীর উৎসাহ দেখায়।

নেলোর, অন্ধ্রপ্রদেশ

২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস উপলক্ষ্যে নারায়নী কলেজ অব্ ফার্মেসীতে 'মূল্যভিত্তিক আধ্যাত্মিক শিক্ষা' ও 'ধ্যানের গুরুত্ব' এর উপর এক সচেতনতা কার্যক্রম আয়োজিত হয় কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীদের জন্য। মানবিক মূল্যবোধের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভঃ উমা গঙ্গাধর পরিবারের সদস্যদের প্রতি প্রেম ও স্নেহপ্রবণতা জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তেমনি সমাজের প্রতি আমাদের প্রয়োজন দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা প্রভৃতির মনোভাব। ভ্রাঃ গঙ্গাধর বলেন কেমনভাবে ধ্যান আমাদের একাগ্রতা বাড়িয়ে তোলে এবং মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটায়। ভ্রাঃ বীরভদ্র রাও এবং অধ্যক্ষ চাক্কা গোপীনাথ মূলবোধের উপর আরোও কিছু পয়েন্ট সংযোজন করেন এবং বর্ণনা করেন কেমনভাবে ধ্যান আমাদের স্থির ও শান্তিপূর্ণ মনের অধিকারী করে তোলে। এই প্রোগ্রাম ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের কাছেই ভালো লেগেছিল।

বুচিরেড্ডিপালেম, নেলোর, অন্ধ্রপ্রদেশ

৩০ সেপ্টেম্বর এক পূর্ণ দিবস প্রোগ্রামের সাথে মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। বুচিরেড্ডিপালেম ও সিদ্দিপুরম কেন্দ্র থেকে প্রায় ৯৬ অভ্যাসী এই কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেছিল। ৫৫ জন আধ্যাত্মিকতা পিপাসু ব্যক্তি মুক্ত আলোচনা চক্রে যোগ দেন। এই প্রোগ্রাম সৎসঙ্গের পর শুরু হয় এবং দুপুর পর্যন্ত চলে। বক্তারা 'ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা', 'আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা' ও 'গুরুর প্রয়োজনীয়তা'র উপর বক্তব্য রাখেন এবং এরপর এক প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন ছিল। বৈকালিক অনুষ্ঠানে অভ্যাসীদের সাথে দশ সূত্রের গুরুত্ব ও সাধনার প্রাথমিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

খামগাঁও, বুলধানা জেলা, মহারাষ্ট্র

যদিও সহজমার্গের সৌরভ এখানে বেশ কয়েক বছর আগে ছড়িয়েছিল, তবুও সবকিছু সুপ্ত বলেই মনে হয়। এই কেন্দ্রের কয়েকজন অভ্যাসী অন্তরে নিজেদের উপর কাজ করার প্রেরণা অনুভব করে ও তারা কেন্দ্রের উন্নতি সাধনে একসাথে কাজ করার জন্য গুরুদেবের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। শীঘ্রই, তারা যেখানেই গেছে আর যাদের কাছে সহজমার্গ সম্বন্ধে কথা বলেছে, তারাই ধ্যানের ব্যাপারে ও বর্তমান জীবনে ধ্যানের গুরুত্ব সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে এবং 'সহজ মার্গ' সম্বন্ধে অরোও বেশী বেশী জানতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে এক প্রশিক্ষককে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং খুব অল্প সময় মধ্যেই পাঁচটি মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা সম্ভব হয়। দুটো আলোচনা চক্র ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের স্টাফেদের জন্য, একটা আর্টস্ ও সাইন্স কলেজের শিক্ষকদের জন্য এবং আরোও দুটো আলোচনা চক্রের একটা হিন্দুস্তান ইউনিলিভার কোম্পানীর এক্জিক্যুটিভদের জন্য আর অন্যটা অনুষ্ঠিত হয় কেমিস্টদের হলঘরে। অংশগ্রহনকারীরা যেভাবে প্রশিক্ষকের কাছে যাচ্ছে ও প্রাথমিক সিটিং নেওয়ার জন্য সময় নিচ্ছে তাতে তাদের উৎসাহ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

হারুর আশ্রম, তামিলনাড়ু

জ্যোতির্কেন্দ্র

তামিলনাড়ুর ধর্মপুরি জেলায় হারুর একটা ছোট শহর। বড় বড় শহর যেমন সেলম, ধর্মপুরি, তিরুবন্নামালাই ইত্যাদির সঙ্গে এর রাজ্য জাতীয় সড়কের মাধ্যমে যোগাযোগ। সুন্দর ও পুরানো মোরাপ্পুর স্টেশন এখান থেকে ১০ কিমি দূরে অবস্থিত।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ভ্রাঃ সোমকুমার বাসবী মহলে এক মুক্ত আলোচনা চক্র পরিচালনা করেন আর তখনই এই কেন্দ্রের ধারণা তৈরী হয়। অংশগ্রহণকারী ১৫০ জনের মধ্যে ১৫ জন ঐদিনই প্রথম সিটিং নেন। তিরুপুর, শঙ্কাগিরি ও ধর্মপুরি থেকে প্রশিক্ষকরা এসেছিলেন অভ্যাসীদের সিটিং দেওয়ার জন্য। এই কেন্দ্র অক্টোবর ১৯৯৫ থেকে মিশনের কাজ করতে শুরু করে।

হারুর আশ্রম হারুর থেকে প্রায় পাঁচ কিমি দূরে তিরুপাথুর প্রধান সড়কের উপর অবস্থিত। আশ্রমের জন্য জমির অন্বেষণ ১৯৯৮ থেকেই চলছিল এবং ১৯ এপ্রিল ২০০০, সরিয়ামপট্টিতে প্রায় ৫ একরের মতো জমি আশ্রমের জন্য ক্রয় ও রেজিস্ট্রি (পঞ্জীকৃত) করা হয়।

১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০১ গুরুদেব এই আশ্রম পরিদর্শন করেন ও ধ্যান কক্ষের উদ্বোধন করেন। তিনি এই সময় দুদিন আশ্রমে অবস্থান করেন। ৩০০০ এর উপর অভ্যাসী ও প্রায় ৫০০ আধ্যাত্মিক পিপাসু ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। গুরুদেব 'জ্যোতির্কেন্দ্র'এর ধারণা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন এবং বলেন, "এই আশ্রম প্রকৃত অর্থেই হবে জ্যোতির্কেন্দ্র। এটা কখনও পরিত্যক্ত মন্দিরের ন্যায় 'অন্ধকারের কেন্দ্র' হবে না। আলো কখন আসে ? যদি তুমি একটা দেশলাই কাঠি নাও এবং প্রদীপের সল্তে জ্বালাও, তবেই আলো আসবে, অন্যথায় শুধুই অন্ধকার। তাই আমাদেরই এখানে আসতে হবে এবং সৃষ্টি করতে হবে সেই আলো। কারণ আলো নিজে থেকে আসে না। আর আমরা যখনই এখানে আসব, আসব আমাদের বিশুদ্ধ পবিত্র হৃদয় নিয়ে। আমরা যদি পবিত্র হৃদয়ে এখানে আসি, আলো আপনা আপনিই জ্বলতে থাকবে। এই আশ্রম থেকে

জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।"

এই আশ্রমে সুন্দর এক বাগিচা আছে। চারপাশে বিভিন্ন গাছ–গাছালি আশ্রম পরিবেশকে আরোও শান্ত ও মধুর করে তুলেছে। প্রায় ১০০০ বর্গ ফুটের ধ্যানকক্ষ যার ছাদে AC শীট্ ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধ্যানকক্ষ মাত্র তিন মাসের মধ্যে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে তৈরী করা হয়। এছাড়া এখানে প্রায় ৮৬৪ বর্গ ফুটের বহুশয্যা বিশিষ্ট হলঘর এবং যথেষ্ট সংখ্যায় সৌচাগার ও স্নানাগার আছে। গুরুদেবের কুটির ছাড়াও, এখানে প্রশস্ত রান্নাঘর ও পরিবেশন করার জায়গা আছে। খাওয়ার জায়গার উপরে শান্ত ও ছবির মতো ঘাসে ছাওয়া ছাদ।

গুরুদেব ২০০৭ এ ১৬ আগস্ট দ্বিতীয়বার এই আশ্রম পরিদর্শন করেন ও সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তিনি হারুর আশ্রমে এক চিরস্থায়ী ধ্যানকক্ষ তৈরী করার অনুমতি দিয়েছেন।

প্রায় ৭ একর জায়গা নিয়ে আশ্রমের পার্শ্ববর্তী এলাকায় শ্রী চারিজী নগর আবাসন কলোনী তৈরী করা হয়েছে। আবাসনের জন্য প্রায় ৯০টি প্লট্ গুরুদেব অভ্যাসীদের মধ্যে আবন্টন করেন। কলোনীতে জল সরবরাহের জন্য ৩০,০০০ লিটার সঞ্চয় ক্ষমতা সম্পন্ন এক জলের ট্যাঙ্ক্ তৈরী করা হয়েছে।

গুরুদেবের পরিদর্শনের পর ছোট ছোট কেন্দ্র যেমন উথানগরাই, সিঙ্গারাপেট্টাই, কামবাইনাল্লুর, বোম্মিডি, পাপাইরেড্ডিপট্টি, মোরাপ্পুর ও কোট্টাপট্টি প্রভৃতি কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠে। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০০ অভ্যাসী হারুর ও তার পার্শ্ববর্তী ছোট কেন্দ্রগুলিতে সহজমার্গ সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। সৎসঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম যেমন সহজমার্গ গুরুদেবদের জন্ম বার্ষিকী পালন, প্রশিক্ষকদের সমাবেশ এবং বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামও এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

ঘোষণা

নব নিযুক্তিকরণ

ডঃ সত্য এন. মণ্ডল

জোন ইন্ চার্জ্, দিল্লী (এন সি আর) অঞ্চল

উপেন্দ্র পাল ধাওয়ান আই.আর.এস (অবসরপ্রাপ্ত)

নির্দেশক, ক্রেস্ট্ – খড়্গ্পুর

ডঃ রুপালী গর্গ

উপ–নির্দেশক, ক্রেস্ট্ – খড়্গ্পুর

সি. এস. রামচন্দ্র মুর্তি

রক্ষণাবেক্ষণ প্রবন্ধক, ক্রেস্ট্ – খড়্গ্পুর

জগদীশ সরন গুপ্তা

প্রবন্ধক, লখ্নৌ আশ্রম

উল্হাস রাও কুম্বলে

সি আই সি, হায়দ্রাবাদ কেন্দ্র

শ্যামজী মেহ্রোত্রা

সি আই সি, লখ্নৌ কেন্দ্র

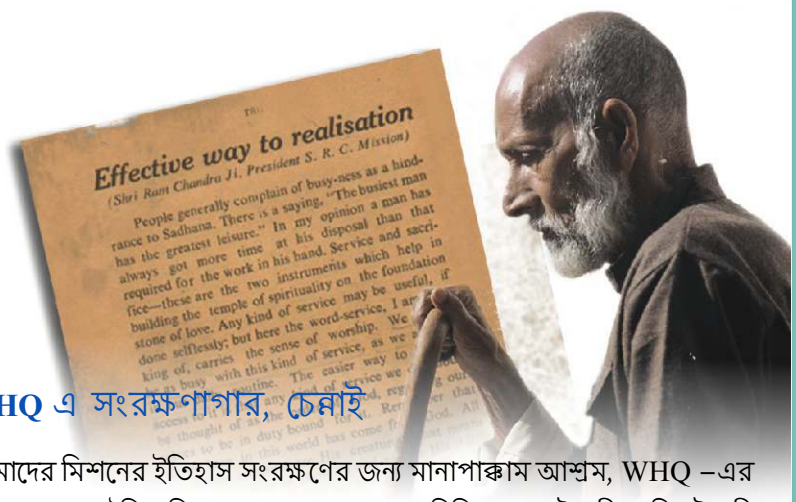

WHQ এ সংরক্ষণাগার, চেন্নাই

আমাদের মিশনের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য মানাপাক্কাম আশ্রম, WHQ –এর সংরক্ষণ দল ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে এমন বিভিন্ন রচনাশৈলী / শিল্পশৈলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করছে। যদি আপনাদের কারোও কাছে এমন কোন কিছু থেকে থাকে যেমন ফটো, অডিও এবং ভিডিও (যে কোন ফর্মাটে ও মিডিয়ায়), পুরানো বই, ম্যাগাজিন অথবা যে কোন রচনাশৈলী যেগুলো আমাদের গুরুদেবরা ব্যবহার করেছেন, অনুগ্রহ করে সেগুলো আমাদের সংরক্ষণাগারে দিন যাতেভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত হতে পারে। সংরক্ষণ দলের সাথে যোগাযোগের জন্য ই–মেল whq.archives@srcm.org.

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.